রোববার
১৪ নভেম্বর ২০২১, ২৯ কার্তিক ১৪২৮
৮ রবিউস সানি ১৪৪৩
১২ পৃষ্ঠা ■ দাম : ৫ টাকা
নগর সংস্করণ

দৈনিক
আমার সংবাদ
সত্যের সন্ধানে প্রতিদিন

বিনোদন
এবার প্রসেনজিতের নায়িকা মিথিলা
পৃষ্ঠা ১০

হাদিস পাঠের মূলনীতি
ইসলাম-পৃষ্ঠা ৯

আন্তর্জাতিক
কলম্বো-বেইজিং টানাপড়েন
পৃষ্ঠা ৭

মুখোমুখি অস্ট্রেলিয়া নিউজিল্যান্ড
খেলা-পৃষ্ঠা ১০

রেজি-ডি, ৬২০১, বর্ষ ০৯, সংখ্যা ২৬৩
www. amarsangbad.com

নারীর ক্ষমতায়নে বিশেষ ভূমিকা রাখছে 'এসএফডিএফ'

অর্থনৈতিক প্রতিবেদক ▶▶

ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন। ইতোমধ্যে প্রান্তিক কৃষকদের আস্থার ঠিকানায় পরিণত হয়েছে প্রতিষ্ঠানটি। বিশেষত নারীর ক্ষমতায়নে ভূমিকা রাখছে এসএফডিএফ। এ ফাউন্ডেশনের প্রকল্পের আওতায় যেসব ক্ষুদ্র কৃষক সুবিধা গ্রহণ করেছে তাদের ৯৪ ভাগই নারী। প্রতিষ্ঠানটির ঈর্ষণীয় সাফল্যের মূলে রয়েছে প্রান্তিক হতদরিদ্র এসব নারী। ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তারা বলছেন ঋণ নেয়া ও রিটার্ন দেয়া উভয় ক্ষেত্রে এসব নারী খুবই সচেতন। সুবিধাভোগী এসব নারীর সক্রিয় অংশগ্রহণ ও ফাউন্ডেশনের কর্মকর্তাদের সঠিক পরিকল্পনা এবং টার্গেট পপুলেশন চিহ্নিত করে বিনিয়োগই সফলতা এনে দিয়েছে। দিন দিন বাড়ছে এর বিস্তৃতি, একই সঙ্গে বাড়ছে সুবিধাভোগীর সংখ্যা। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সরকারের ১৯৭৫ সালের জুলাই মাসের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি-এডিপির আওতায় 'অ্যাকশন রিসার্চ অন স্মল ফার্মার্স অ্যান্ড ল্যান্ডলেস ল্যাবারার্স ডেভলপমেন্ট প্রজেক্ট (এসএফডিএফ)' শীর্ষক একটি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। এর মাধ্যমে বিশ্বে সর্বপ্রথম দরিদ্র ও দরিদ্রতর মানুষকে সংগঠিত করে জামানতবিহীন ক্ষুদ্র ঋণ কর্মসূচির সূচনা করে বাংলাদেশ। পরবর্তীতে প্রকল্পটি পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় বিভাগের আওতায় ১৯৯৪ সালের কোম্পানি আইনে সম্পূর্ণ সরকারি মালিকানাধীন একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'ক্ষুদ্র কৃষক উন্নয়ন ফাউন্ডেশন' সৃষ্টি হয়। গত এক যুগে প্রতিষ্ঠানটি কর্মসংস্থান সৃষ্টি, সঞ্চয়ের মাধ্যমে পুঁজি গঠন ও আয়বৃদ্ধি, জামানতবিহীন ঋণে আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধি, দক্ষ জনশক্তি তৈরি, দারিদ্র্য হ্রাসকরণ, নারীর ক্ষমতায়ন, বিনিয়োগের সুযোগ সৃষ্টিসহ কৃষি ও কৃষকের ভাগ্যোন্নয়নে অভাবনীয় সাফল্য অর্জন করেছে। প্রতিষ্ঠানটির সাম্প্রতিক এক প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

তথ্য পর্যালোচনা করে দেখা যায়, ফাউন্ডেশনের উন্নয়ন কর্মকাণ্ডের ফলে মোট অন্তর্ভুক্ত শতকরা ৬০ ভাগ সদস্যের আত্ম-কর্মসংস্থান সৃষ্টি হয়েছে। বর্তমান সরকারের মেয়াদকালে ফাউন্ডেশনের আওতায় গঠিত ছয় হাজার ৩৮৮টি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষক উন্নয়ন কেন্দ্রের দুই লাখ ৮৩ জন সুফলভোগী সদস্য ক্ষুদ্র জমার মাধ্যমে ১০৫.৬৫ কোটি টাকা সঞ্চয় করে। এই অর্থ তারা পুঁজি হিসেবে আত্ম-কর্মসংস্থানে কাজে লাগাচ্ছেন। গ্রামভিত্তিক অনানুষ্ঠানিক কেন্দ্রের আওতায় গত একযুগে সংগঠিত দুই লাখ ৮৩টি পরিবার থেকে একজন করে সদস্য নিয়ে এসব পরিবারের উৎপাদন, আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে এক হাজার ● এরপর পৃষ্ঠা ১১ কলাম ৬

নারীর ক্ষমতায়নে

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

৩৬৭ কোটি ১১ লাখ টাকা 'জামানতবিহীন' ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এতে গড়ে প্রত্যেক সদস্য ৬৪ হাজার টাকা ঋণ সহায়তা পেয়েছে। এর ফলে ঋণের অর্থ যথাযথ খাতে ব্যবহার করে উপকারভোগীর মাসিক আয় বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া প্রান্তিক কৃষকদের প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ জনশক্তি তৈরিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এসএফডিএফ। এ প্রকল্পের আওতায় প্রতিটি সমিতি বা কেন্দ্রের সভাপতি, ম্যানেজার এবং সদস্যদের মধ্যে যারা সৃজনশীল ও নেতৃত্ব প্রদানে সক্ষম এবং সহযোগিতা প্রদানে আগ্রহী তাদের তালিকাভুক্ত করে ৩৭ হাজার ৮৫৭ জনকে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়। প্রশিক্ষিত এসব জনশক্তি অন্যান্য কৃষকদের সচেতন করা ও দক্ষতা বিনিময় করে এ খাতের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছে। প্রতিটি কেন্দ্রের সদস্যদের মধ্য থেকে গড়ে প্রায় পাঁচজন সৃজনশীল ও উন্নয়ন প্রত্যাশী সদস্যের নেতৃত্ব বিকাশ ও স্থানীয় চাহিদার ভিত্তিতে উপযুক্ত প্রশিক্ষণের মাধ্যমে গ্রামের মানবসম্পদকে দক্ষ রূপে গড়ে তুলতে কাজ করে প্রতিষ্ঠানটি। এর ফলে দক্ষ কৃষকরা ঋণের অর্থ যথাযথভাবে ব্যবহার করে লাভবান হচ্ছে। প্রান্তিকপর্যায়ে দারিদ্র্যতা হ্রাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে ফাউন্ডেশনটি। এসএফডিএফের অর্থনৈতিক কার্যক্রমের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ও প্রান্তিক কৃষকরা প্রকল্প সহায়তা পেয়ে সংসারের অভাব মিটাতে পারছেন। একইসাথে সন্তানদের পড়ালেখা করাতে পারছেন। পরিকল্পিত পরিবার গঠন করে স্বাস্থ্য-পুষ্টি কার্যক্রমে সচেতনতা বৃদ্ধি করে তুলনামূলকভাবে উন্নত জীবনযাপন করছেন গ্রামীণ কৃষকরা। এছাড়া পরিবেশ উন্নয়নসহ বহুবিধ সামাজিক উন্নয়নে সম্পৃক্ত হচ্ছেন কৃষকরা। অন্যদিকে নারীর ক্ষমতায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে এসএফডিএফ। এ ফাউন্ডেশনের প্রকল্পের আওতায় যেসব ক্ষুদ্র কৃষক সুবিধা গ্রহণ করেছে তাদের ৯৪ ভাগ নারী। বিতরণ করা মোট ঋণ এক হাজর ৩৬৭ কোটি টাকার মধ্যে এক হাজার ২৮৫ কোটি টাকা নারীদের মাঝে বিতরণ করা হয়েছে। এর ফলে নারীদের উৎপাদন আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রমের মাধ্যমে তাদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য হ্রাসকরণের পাশাপাশি যৌতুক প্রথা ও বাল্যবিয়ে রোধ, নারী নেতৃত্ব বিকাশ, নারীর ক্ষমতায়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ, শিশু অধিকার সংরক্ষণ, ক্ষুদ্র ঋণের যথাযথ ব্যবহার, আধুনিক পদ্ধতিতে কৃষি চাষাবাদ, প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যা, মাতৃত্ব ও শিশু স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা বিষয়ে নারীরা অধিক সচেতন হচ্ছে।

ফাউন্ডেশনটির কার্যক্রমের ফলে প্রান্তিকপর্যায়ে বিনিয়োগের সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে। বর্তমানে ফাউন্ডেশনের ১৭৩ উপজেলার মাঠপর্যায়ে সর্বমোট ২০৫.৫৪ কোটি বিনিয়োগ স্থিতি ঘূর্ণায়মান আকারে মাঠপর্যায়ে বিনিয়োগ করা হচ্ছে। ঘূর্ণায়মান আকারে এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূতভাবে বিনিয়োগকৃত অর্থের পরিমাণ ১৩৬৭ কোটি টাকা। গত এক যুগে ফাউন্ডেশনের কার্যক্রম দ্রুত সম্প্রসারিত হয়েছে। এরই মধ্যে এর কার্যক্রম ৫৪টি উপজেলা থেকে ১৭৩টি উপজেলায় সম্প্রসারিত হয়েছে। এতে কর্মরত জনবল ২১২ থেকে ৭০৯ এ বৃদ্ধি পেয়েছে। উল্লিখিত সময়ে পদসৃষ্টির মাধ্যমে পদসংখ্যা ৪৬৪ থেকে এক হাজার ১৩২ জনে উন্নীত হয়েছে।

উল্লেখ্য, আয় থেকে ব্যয় নির্বাহের জন্য সৃষ্ট এ প্রতিষ্ঠানের সকল ব্যয় এর আয় থেকে পরিশোধ করা হচ্ছে। এরই মধ্যে ঋণের সিলিং ১০ হাজার টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৬০ হাজার টাকা পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। একইসাথে নতুনভাবে তিন লাখ টাকা পর্যন্ত ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ বিতরণ কার্যক্রম চালু করা হয়েছে। করোনাকালেও কৃষকদের পাশে দাঁড়িয়েছে এসএফডিএফ। কোভিড-১৯ আর্থিক প্রণোদনা প্যাকেজের আওতায় পল্লী এলাকার প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর কৃষকদের ১০০ কোটি টাকার ক্ষুদ্র ও ক্ষুদ্র উদ্যোক্তা ঋণ সহায়তা কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে প্রতিষ্ঠানটি। আত্ম-কর্মসংস্থান ও আয়বর্ধনের মাধ্যমে কোভিড-১৯ এর নেতিবাচক প্রভাব কাটিয়ে উঠার লক্ষ্যে স্বল্প সার্ভিস চার্জে ঋণ সহায়তা প্রদান করার কাজ চলছে। বিশেষ করে যারা একাধিকবার ঋণ গ্রহণ করে সফলভাবে নিয়মিত পরিশোধ করে আসছেন তারা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে ৪ শতাংশ সার্ভিস চার্জের বিশেষ সহায়তামূলক এ ঋণ সুবিধা পাচ্ছেন। ছয় মাস গ্রেস পিরিয়ড ব্যতিরেকে মাসিক ভিত্তিতে ১৮টি সমান কিস্তিতে এ ঋণ পরিশোধ করতে পারছেন কৃষকরা। সহজ শর্তে এ প্রণোদনা ঋণ সহায়তা পেয়ে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর মাঝে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে।

ফাউন্ডেশনটির এ সাফল্যের বিষয়ে ব্যবস্থাপনা পরিচালক মো. জাকির হোসেন আকন্দ বলেন, 'এ খাতে বর্তমান সরকারের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ ও একইসাথে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে টার্গেট পপুলেশন নির্ধারণ করতে পারাই প্রতিষ্ঠানটিকে সফলতা এনে দিয়েছে। আমরা মূলত জামানতবিহীন ঋণ দিয়ে থাকি। সরকার কর্তৃক ম্যাপিং করা দারিদ্র্য সীমার নিচে থাকা ১৭৩টি উপজেলাকে টার্গেট করে আমরা কাজ করছি। আমাদের সুবিধাভোগীদের প্রায় ৯৪ ভাগ নারী। এসব নারী ঋণ নেয়া এবং রিটার্ন ফেরত দেয়ার বিষয়ে বেশ সচেতন। বিনিয়োগের ক্ষেত্রে আমরা কোনো সুদ নেই না, সামান্য সার্ভিস চার্জ বা সেবামূল্য নিয়ে থাকি। এসব বিষয় প্রতিষ্ঠানটির সফলতার পেছনে কাজ করেছে।'

পরীক্ষামূলক ফাইভ

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর